

প্রথম প্রকাশ : জুলাই, ২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ

সংশোধিত, পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত একাদশ সংস্করণ
জানুয়ারি, ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ

প্রকাশক : মনোয়ারুল ইসলাম মাসুদ

ধরলা পাবলিকেশন্স

৩২/২, রোড নং- ১০, শেখেরটেক, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।

স্বত্ব : প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

বর্ণবিন্যাস : মো. আয়নাল হক

বি.এ (সম্মান), এম.এ (দর্শন), ঢাকা কলেজ।

মূল্য : ৪৪০ টাকা

ISBN : 978-984-35-0360-2

প্রধান পরিবেশক

সুমনা বইঘর

৩৭/১, সরকার মার্কেট, বাংলাবাজার, ঢাকা।

মোবাইল: ০১৮১৯০৮৯৮৫০

পরিবেশক (বাংলাবাজার):

প্রমিজ বুকস্	জয়স্টার বুক হাউস	দি বুক সেন্টার
০১৯৪৯-৪৯৬১০১	০১৮১৯-৮৩৪৬৭৬	০১৭১২-০০৮৯২৪

প্রাপ্তিস্থান (নীলক্ষেত):

মামুন বুক হাউস	তাজ লাইব্রেরি	আলম বুকস	মাইশা বুকস্	সোহেল লাইব্রেরি
নাহার বুক হাউস	তপন বুকস্	টান্জাইল লাইব্রেরি	বাবুল বুক কর্নার	নাফিস লাইব্রেরি

এছাড়াও বাংলাদেশের সকল জেলার লাইব্রেরিসমূহ থেকে বইটি সংগ্রহ করতে পারবেন।

বইটি সরাসরি নিতে কল করুন : ০১৯৫৩১১১০০০

বিসিএস ও ব্যাংকসহ সকল চাকরির পরীক্ষার প্রশ্নের তাত্ক্ষণিক সমাধান পেতে চোখ রাখুন নিচের ফেসবুক গ্রুপে -

BCS Preparation with Agradut

লেখকের কথা

‘চাকরি’ একটি শব্দই শুধু নয়, এর মর্মার্থ ব্যাপক ও বিস্তৃত। এর মধ্যে নিহিত রয়েছে মান-সম্মান, সুস্থ-সুন্দর ও সুখে শান্তিতে বেঁচে থাকার নিরন্তর প্রবহমানতা। ‘চাকরি’ নামক এ সোনার হরিণের পেছনে আমরা ছুটে চলেছি নিরন্তর। ফলে প্রতিনিয়ত অংশগ্রহণ করতে হচ্ছে বিভিন্ন চাকরির পরীক্ষায়। এ প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাগুলোতে বাংলা একটি আবশ্যিক বিষয়। কিন্তু আমরা বাংলা ভাষী হওয়া সত্ত্বেও বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে বিশেষ দখল না থাকার কারণে প্রতিনিয়ত প্রতিযোগিতা থেকে ছিটকে পড়ছি। তাই আপনাকে চাকরি প্রাপ্তির দোড়গোড়ায় পৌঁছে দেয়ার জন্য দীর্ঘ দিনের বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে বিসিএস, ব্যাংক ও বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র বিশ্লেষণ করে এবং নতুন সিলেবাস নিয়ে গবেষণা ও সমন্বয় সাধন করে আমি রচনা করেছি ‘অগ্রদূত বাংলা’ সাহিত্যকর্মটি। কয়েকটি বিষয়কে প্রাধান্য দিয়ে সাহিত্যকর্মটিকে আপনাদের সামনে উপস্থাপন করেছি।

- ◆ প্রতিটি অধ্যায়ে প্রশ্নোত্তর আকারে সকল তথ্যের সন্নিবেশ করা হয়েছে।
- ◆ গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নসমূহ ব্যাখ্যা করে অধ্যায়ভিত্তিক সাজানো হয়েছে।
- ◆ প্রতিটি অধ্যায়ে টীকা সংযোজন, প্রশ্ন সমাধানের সহজ কৌশল ও মনে রাখার শর্ট টেকনিক সংযুক্ত করা হয়েছে।
- ◆ প্রতিটি বহুনির্বাচনী প্রশ্নের সাথে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার নাম, সাল ও পদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে।
- ◆ বিতর্কিত প্রশ্নগুলো www.banglapedia.org ও www.wikipedia.org এবং প্রখ্যাত লেখকদের গ্রন্থের সাহায্য নিয়ে সঠিক উত্তর প্রদান করা হয়েছে; যাতে শিক্ষার্থীরা বিতর্কিত ও বিভ্রান্তমূলক তথ্য থেকে মুক্ত থাকতে পারে।

কঠোর পরিশ্রমী ও মনোযোগী শিক্ষার্থীরা ‘অগ্রদূত বাংলা’ সাহিত্যকর্মটি যথাযথভাবে আয়ত্ত্ব করতে পারলে পরীক্ষায় শতভাগ কমন পাবেন এবং চাকরি প্রাপ্তির মাধ্যমে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত রাখবেন ইনশাআল্লাহ।

শুভেচ্ছান্তে-



মফিজুল ইসলাম মিলন

বি.এ (সম্মান), এম.এ (বাংলা)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

৩৩তম বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা)

প্রভাষক, বাংলা

টংগী সরকারি কলেজ, গাজীপুর।

সাবেক প্রভাষক

কারমাইকেল কলেজ, রংপুর

কুড়িগ্রাম সরকারি কলেজ, কুড়িগ্রাম

সম্পাদক

অগ্রদূত সিরিজ

মুঠোফোন: ০১৬১১১৫৮৩৬৩

ই-মেইল: professormilondu33882017@gmail.com

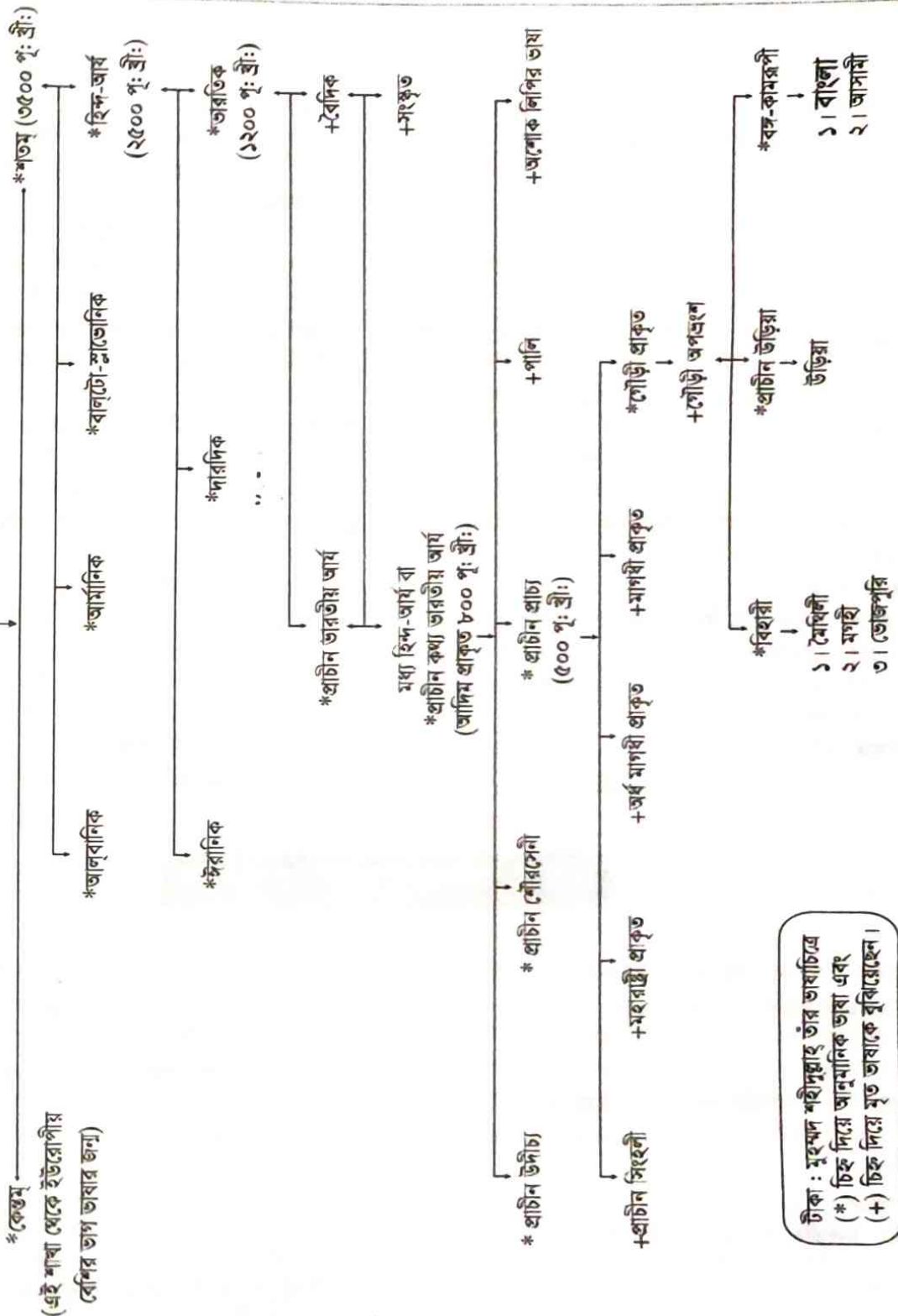
ফেসবুক আইডি: Mofijul Islam Milon

সূচিপত্র

প্রথম ভাগ: বাংলা সাহিত্য

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
বাঙালি জাতি	১০	ভ্রমণকাহিনী	৬৩
বাংলা ভাষার উদ্ভব ও বিকাশ	১০	বাংলা কাব্য ও কবিতা	৬৪
বাংলা লিপি	১৩	মহাকাব্য	৬৭
বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের যুগবিভাগ	১৫	ছোট গল্প	৬৮
প্রাচীন যুগ		জীবনচরিত : মুহম্মদ (স.)	৬৯
চর্যাপদ	১৬	ভাষা আন্দোলনভিত্তিক রচনা	৭০
মধ্যযুগ		মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক গ্রন্থ	৭০
অষ্টাদশ শতাব্দী	২১	বিখ্যাত চরিত্র	৭৩
শ্রীকৃষ্ণ মিশন	২২	বিখ্যাত সাহিত্যিকদের উপাধি	৭৬
বৈষ্ণব সাহিত্য	২৫	বিখ্যাত সাহিত্যিকদের প্রকৃত নাম ও ছদ্মনাম	৭৭
মহাভারত	২৭	বিশিষ্ট ঔপন্যাসিকদের প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস	৭৯
জীবন সাহিত্য	৩২	বিখ্যাত নাট্যকারদের প্রথম প্রকাশিত নাটক	৭৯
নাথ সাহিত্য	৩২	প্রখ্যাত গল্পকারদের প্রথম প্রকাশিত গল্প/গল্পগ্রন্থ	৭৯
মর্সিয়া সাহিত্য	৩৩	প্রখ্যাত কবিদের প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ	৮০
লোকসাহিত্য	৩৪	বাংলা সাহিত্যের প্রথম বিষয়াবলি ও প্রকাশনা	৮১
অনুবাদ সাহিত্য	৩৭	বাংলা সাহিত্যের বাজেয়াপ্তকৃত সাহিত্যকর্ম	৮৩
রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান	৩৮	বাংলা সাহিত্যের উৎসর্গীকৃত সাহিত্যকর্ম	৮৩
আরাকান রাজসভা	৪১	বিখ্যাত বাংলা গান	৮৪
মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক	৪৩	পত্রিকা / সাময়িকী ও সম্পাদক	৮৬
যুগ সন্ধিক্ষণ	৪৫	বিখ্যাত পঙ্ক্তিক্তি ও বক্তা	৯১
আধুনিক যুগ		বিখ্যাত কবি ও সাহিত্যিক	
বাংলা গদ্যসাহিত্য	৪৭	বড়ু চণ্ডীদাস	৯৪
ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ	৪৮	চণ্ডীদাস	৯৫
শ্রীরামপুর মিশন ও বাংলা ছাপাখানা	৫০	বিদ্যাপতি	৯৬
হিন্দু কলেজ ও ইয়ংবেঙ্গল	৫১	কৃষ্ণিবাস ওঝা	৯৭
ঢাকা মুসলিম সাহিত্য সমাজ	৫২	শাহ মুহম্মদ সগীর	৯৮
বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি	৫৩	চন্দ্রাবতী	৯৮
বাংলা একাডেমি	৫৩	গোবিন্দদাস	৯৯
উপন্যাস	৫৪	জ্ঞানদাস	১০০
নাটক	৫৮	দৌলত উজির বাহরাম খান	১০১
প্রবন্ধ	৬১	শেখ ফয়জুল্লাহ	১০১
বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থ	৬২	সৈয়দ সুলতান	১০২

*हिन्द-यूरोप्रायण



টীকা : মুহম্মদ শহীদুল্লাহ তাঁর ভাষাচিত্রে
(*) চিহ্ন দিয়ে আনুমানিক ভাষা এবং
(+) চিহ্ন দিয়ে মৃত ভাষাকে বুঝিয়েছেন।

জর্জ গ্রিয়ারসন ও ড. সুনীতিকুমারের মতে- মাগধী প্রাকৃত থেকে।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের যুগবিভাগ

আজ থেকে হাজার বছরের বেশি সময় আগে সূচিত হয়েছিল বাংলা সাহিত্যের পথচলা। এই দীর্ঘ সময়ে সাহিত্যের গতি ও বৈশিষ্ট্য সমভাবে অগ্রসর হয়নি। অন্য যে কোনো ইতিহাসের মত বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকেও তিন ভাগে ভাগ করা হয়। সাধারণভাবে দুটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে এ তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এর একটি হলো ১২০৪ সালে সংঘটিত ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খলজির বঙ্গবিজয়; অপরটি হলো ১৮০০ সালে কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রতিষ্ঠা এবং এর মধ্য দিয়ে ইংরেজি শিক্ষার সূত্রপাত ও বাংলা গদ্যের প্রাতিষ্ঠানিক চর্চার সূচনা। প্রথমটি মধ্যযুগের, অপরটি আধুনিক যুগের প্রারম্ভকাল হিসেবে বিবেচিত। সাহিত্যের রস বিচারে প্রাচীন যুগ ও মধ্যযুগের ভেতর তেমন একটা পার্থক্য নেই, ভাষার পার্থক্য ছাড়া।

প্র. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস কবে থেকে শুরু হয়?

উ. চর্যাপদের কাল থেকে।

প্র. বাংলা সাহিত্যের যুগকে প্রধানত কতভাগে ভাগ করা হয়?

উ. তিন ভাগে।

যুগের নাম	সময়কাল
প্রাচীন যুগ	ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এর মতে, ৬৫০ থেকে ১২০০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত। ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এর মতে, ৯৫০ থেকে ১২০০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত।
মধ্যযুগ	১২০১ থেকে ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত।
আধুনিক যুগ	১৮০১ খ্রিষ্টাব্দ থেকে বর্তমান।

❖ দীনেশচন্দ্র সেনের ‘বঙ্গভাষা ও সাহিত্য’ গ্রন্থটি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনার প্রথম পূর্ণাঙ্গ প্রয়াস। তিনি বাংলা সাহিত্যের যুগবিভাগ করেছেন নিম্নরূপে:

১. হিন্দু-বৌদ্ধ যুগ (৮০০-১২০০ খ্রিষ্টাব্দ),
২. গৌড়ীয় যুগ বা চৈতন্যপূর্ব যুগ,
৩. চৈতন্যসাহিত্য বা নবদ্বীপের যুগ, ৪. সংস্কার যুগ,

৫. কৃষ্ণচন্দ্রীয় যুগ বা নবদ্বীপের দ্বিতীয় যুগ।

❖ ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের বিখ্যাত গ্রন্থ **Origin and Development of the Bengali Language (ODBL)** গ্রন্থে যুগ বিভাগ করেছেন নিম্নোক্তরূপে:

১. প্রাচীন যুগ বা মুসলমানপূর্ব যুগ (৯৫০-১২০০ খ্রিষ্টাব্দ),
২. তুর্কি বিজয়ের যুগ (১২০০-১৩০০ খ্রিষ্টাব্দ),
৩. আদি মধ্যযুগ বা প্রাকচৈতন্য যুগ (১৩০০-১৫০০ খ্রিষ্টাব্দ),
৪. অন্ত্য মধ্যযুগ (১৫০০-১৮০০ খ্রিষ্টাব্দ) চৈতন্যযুগ বা বৈষ্ণব সাহিত্য যুগ (১৫০০-১৭০০ খ্রিষ্টাব্দ) এবং নবাবী আমল (১৭০০-১৮০০ খ্রিষ্টাব্দ)।

৫. আধুনিক যুগ (১৮০০- বর্তমান)।

প্র. বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগের একমাত্র নিদর্শন কোনটি?

উ. চর্য্যচর্য্যবিনিস্চয় বা চর্য্যগীতিকোষ বা চর্য্যগীতি বা চর্য্যপদ।

প্র. মধ্যযুগকে আবার কয়ভাগে ভাগ করা হয়?

উ. তিন ভাগে।

যুগের নাম	সময়কাল
প্রাকচৈতন্য যুগ	(১২০১-১৫০০ খ্রিষ্টাব্দ)
চৈতন্য যুগ	(১৫০১-১৬০০ খ্রিষ্টাব্দ)
চৈতন্য পরবর্তী যুগ	(১৬০১-১৮০০ খ্রিষ্টাব্দ)

প্র. মধ্যযুগের কাব্যের প্রধান ধারা কয়টি?

উ. ৪টি। যথা: ক. মঙ্গলকাব্য, খ. বৈষ্ণব পদাবলি, গ. রোমান্সধর্মী প্রণয়োপাখ্যান, ঘ. অনুবাদ সাহিত্য।

প্র. সাহিত্যে আধুনিক যুগ কবে শুরু হয়?

উ. ১৮০১ থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত। প্রকৃতপক্ষে আধুনিক যুগ শুরু হয় ১৮৬০ সালের দিকে মাইকেল মধুসূদনের সদর্প আবির্ভাবের মাধ্যমে।

প্র. প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য কী?

উ. প্রাচীনযুগে ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা ও ধর্মনির্ভরতা। মধ্যযুগের সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য ধর্মনির্ভরতা।

প্র. আধুনিক যুগের সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য কী?

উ. আত্মচেতনা, জাতীয়তাবোধ ও মানবতার জয়জয়কার।

বিগত পরীক্ষায় আসা প্রশ্নসমূহ

১. বাংলা সাহিত্যের যুগকে কয়ভাগে ভাগ করা যায়? [পরিবেশ অধিদপ্তরের কম্পিউটার অপারেটর: ২০ / পিএসসির সহকারী পরিচালক: ০৬]
ক ৪ টি খ ৩ টি গ ৫ টি ঘ ৬ টি উ. খ
২. বাংলা সাহিত্যের পঠন-পাঠনের সুবিধার জন্য বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকে তিনটি যুগে ভাগ করা হয়েছে। বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগ- [৩৪তম বিসিএস]

- ক ৪৫০-৬৫০ খ ৬৫০-৮৫০ গ ৬৫০-১২০০ ঘ ৬৫০-১২৫০ উ. গ
৩. বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগ কবে শুরু হয়? [কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয় (বি-ইউনিট): ১২-১৩]
ক ১৮০১ খ ১৯০১ গ ২০০১ ঘ ২০১১ উ. ক

প্রাচীন যুগ

চর্যাপদ

প্রাচীন যুগের একমাত্র নিদর্শন চর্যাপদ। এর ভাষা ও বিষয়বস্তু দূর্বোধ্য এবং এর কবিতা ছিলেন বৌদ্ধ সাধক। এতে বিধৃত হয়েছে বৌদ্ধ ধর্মের তত্ত্বকথা। এ সময়ের সাহিত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো গোষ্ঠী কেন্দ্রিকতা ও ধর্মনির্ভরতা। ধর্মের বিষয়টি সমাজজীবনের চিন্তাভাবনাকে নিয়ন্ত্রিত করেছে, তাই সাহিত্যে ধর্মের কথা বড় হয়ে দেখা দিয়েছে।

প্র. প্রাচীন যুগ কোন সময়কালকে ধরা হয়?

উ. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এর মতে, ৬৫০-১২০০ খ্রিষ্টাব্দ।

ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এর মতে, ৯৫০-১২০০ খ্রি।

ড. সুকুমার সেনের মতে, ৯০০-১৩৫০ খ্রিষ্টাব্দ।

প্র. বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগের একমাত্র নিদর্শন কোনটি?

[২৭/২১/১৭তম বসিএস লিখিত]

উ. চর্যাপদ বা চর্যাগীতিকোষ বা চর্যাগীতি বা চর্যাপদ।

প্র. চর্যাপদ কী ও কারা এগুলো রচনা করেন? [২৪/২০তম বসিএস লিখিত]

উ. চর্যাপদ গানের সংকলন বা সাধন সংগীত যা বৌদ্ধ সহজিয়াগণ রচনা করেন। এতে বিধৃত হয়েছে বৌদ্ধ ধর্মের তত্ত্বকথা। চর্যাপদ বা এ গানের সংকলন বা সাধন সংগীতের সাহায্যে কোনটি চর্য (আচরণীয়) আর কোনটি অ-চর্য (অনাচরণীয়) তা বিনিশ্চয় (নির্ণয়) করা যেতে পারে।

প্র. চর্যাপদ নেপালে পাওয়ার কারণ কী?

উ. ইতিহাস থেকে প্রাপ্ত তথ্যমতে, সেন রাজারা ছিলেন হিন্দু ধর্মাবলম্বী। কিন্তু চর্যাপদের রচয়িতারা ছিলেন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। তাই ধর্মীয় সংকীর্ণতায় নিমজ্জিত সেন সময়কালের কতিপয় হিন্দু ব্রাহ্মণ বৌদ্ধদের ওপর নিপীড়ন চালায়। আবার, ১২০৪ সালে ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খলজীর বাংলায় আগমন ঘটলে মুসলিম তুর্কিদের আক্রমণের ভয়ে বৌদ্ধ পণ্ডিতগণ প্রাণের ভয়ে পুঁথিপত্র নিয়ে নেপাল, ভূটান ও তিব্বতে পালিয়ে যায়। একারণেই চর্যাপদ নেপালে পাওয়া যায়।

প্র. চর্যাপদ আবিষ্কারের ইতিহাস সম্পর্কে কী জান?

উ. ১৮৮২ সালে 'বিবিধার্থ পত্রিকার সম্পাদক রাজেন্দ্রলাল মিত্র Sanskrit Buddhist Literature in Nepal গ্রন্থে নেপালে প্রাপ্ত সংস্কৃত ভাষায় রচিত বিভিন্ন বৌদ্ধতান্ত্রিক সাহিত্যের কথা প্রকাশ করেন। রাজেন্দ্রলালের মৃত্যুর পর তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার বাংলা, বিহার ও আসাম অঞ্চলের পুঁথি সংগ্রহের দায়িত্ব দেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা

বিভাগের প্রতিষ্ঠাকালীন বিভাগীয় প্রধান মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর উপর। তিনি তৃতীয়বারের (প্রথমবার- ১৮৯৭, দ্বিতীয়বার-১৮৯৮) প্রচেষ্টায় ১৯০৭ সালে নেপালের রাজদরবারের গ্রন্থাগারে নতুন কিছু পুঁথির সন্ধান পান যা 'চর্যাপদ', 'ডাকার্ণব', 'সরহপাদের দোহা' ও 'কৃষ্ণপাদের দোহা' নামে পরিচিত। এর মধ্যে 'চর্যাপদ' বাংলা ভাষায় এবং বাকী তিনটি অপভ্রংশ ভাষায় রচিত। ১৯১৫ সালে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে নেপাল থেকে প্রাপ্ত তালপাতার পুঁথির একটি তালিকা A Catalogue of Palm Leaf and selected Paper MSS belonging to the Durbar Library, Nepal নামে প্রকাশ করেন। পরবর্তীতে এটি তাঁর সম্পাদনায় ১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দে (১৩২৩ ব.) কলকাতার 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ' থেকে 'হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা' নামে প্রকাশিত হয়।

প্র. চর্যাপদ আবিষ্কৃত হয় কবে ও কোথা থেকে? [৩৪/২৮/২৭তম বসিএস লিখিত]

উ. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ১৯০৭ সালে নেপালের রাজদরবার (রয়েল লাইব্রেরি) থেকে 'চর্যাপদ' আবিষ্কার করেন।

প্র. চর্যাপদ কে আবিষ্কার করেন? [৩৩/২৭তম বসিএস লিখিত]

উ. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (১৮৫৩-১৯৩১)। মহামহোপাধ্যায় তাঁর উপাধি।

প্র. চর্যাপদ কবে ও কোথা থেকে প্রকাশিত হয়? [২৭তম বসিএস লিখিত]

উ. মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সম্পাদনায় ১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দে (১৩২৩ ব.) কলকাতার 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ' থেকে 'চর্যাপদ', 'ডাকার্ণব', 'সরহপাদের দোহা' ও 'কৃষ্ণপাদের দোহা' গ্রন্থের সম্মিলনে 'হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা' নামে প্রকাশিত হয়।

প্র. চর্যাপদ কবে রচিত হয়?

উ. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে, ৬৫০ থেকে ১২০০ খ্রিষ্টাব্দ।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে, ৯৫০ থেকে ১২০০ খ্রি।

ড. সুকুমার সেনের মতে- ৯০০ থেকে ১৩৫০ খ্রিষ্টাব্দ।

প্র. চর্যাপদ রচনার সময় কোন রাজারা ক্ষমতায় ছিল?

উ. চর্যাপদ রচনার সময়কালে বাংলায় পাল রাজারা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁরা প্রায় চারশত বছর বাংলা শাসন করেছে।

প্র. চর্যাপদের কবি/পদকর্তা কতজন?

উ. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে, ২৩ জন।

ড. সুকুমার সেনের মতে, ২৪ জন।

কবিদের / পদকর্তাদের নাম:

আর্যদেবপা, কঙ্কণপা, কমলাধরপা, কাহুপা, কুকুরীপা, গুণ্ডরীপা, চাটিলপা, জয়নন্দীপা, ঢেঙণপা, ভোবীপা, তান্তীপা, তাড়কপা, দারিকপা, ধর্মপা, বিরূপা, বীণাপা, ভাদেপা, ভুসুকুপা, মহীপা, লাড়িডোষীপা, লুইপা, শবরপা, শান্তিপা, সরহপা।

প্র. চর্যাপদের মোট পদ কতটি ও কয়টি পাওয়া গেছে?

উ. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর 'Buddhist Mystic Songs' গ্রন্থের মতে, পদ সংখ্যা ৫০টি এবং প্রাপ্ত পদ সাড়ে ছেচল্লিশটি।

ড. সুকুমার সেনের 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থের মতে, পদ সংখ্যা ৫১টি।

প্র. চর্যাপদের কোন কোন পদ পাওয়া যায়নি।

উ. ২৩ নং অর্ধেক, ২৪, ২৫ ও ৪৮ নং পদ।

প্র. যেসব পদ পাওয়া যায়নি সেগুলোর রচয়িতা কে?

উ. ২৩- ভুসুকুপা, ২৪- কাহুপা, ২৫- তান্তীপা, ৪৮- কুকুরীপা।

প্র. চর্যাপদের সবচেয়ে বেশি পদের রচয়িতা কে?

উ. কাহুপা। তিনি ১৩টি পদ রচনা করেন। যথা: ৭, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৮, ১৯, ২৪ (পাওয়া যায় নি), ৩৬, ৪০, ৪২, ৪৫। চর্যাপদের পদকর্তাদের নামের শেষে সম্মানসূচক 'পা' যুক্ত হয়েছে। চর্যাপ যারা পদ রচনা করেছেন তাদের প্রত্যেককে 'মহাসিদ্ধ' বলা হয়ে থাকে।

প্র. চর্যাপদের প্রথম পদের রচয়িতা কে?

উ. লুইপা। তিনি ২টি পদ রচনা করেন। যথা: ১, ২৯। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে, তিনি রাঢ় অঞ্চলের বাঙালি কবি হিসেবে পরিচিত। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে, তিনি শবরপার শিষ্য ছিলেন। লুইপাকে আদি চর্যাকার হিসেবে ধরে নেয়া হয়।

প্র. চর্যাপদের প্রথম পদটি কী?

উ. কাআ তরুর বর পঞ্চ বি ডাল / চঞ্চল চীএ পইঠো কাল।

প্র. চর্যাপদ কোন ছন্দে লেখা?

উ. মাত্রাবৃত্ত ছন্দ।

প্র. কোন পণ্ডিত চর্যাপদের পদগুলোকে টীকার মাধ্যমে ব্যাখ্যা করেন?

উ. মুনিদত্ত। [মুনিদত্ত ১১ নং পদের ব্যাখ্যা প্রদান করেননি]

প্র. চর্যাপদের তিব্বতি অনুবাদ কে আবিষ্কার করেন?

উ. চর্যাপদ তিব্বতি ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন কীর্তিচন্দ্র। ১৯৩৮ সালে প্রবোধচন্দ্র বাগচী এটি আবিষ্কার করেন।

প্র. চর্যাপদের অন্যান্য পদকর্তাগণ কে কতটি পদ রচনা করেন?

পদকর্তার নাম	সংখ্যা	অবশিষ্ট পদকর্তাগণ
ভুসুকু পা (বাঙালি কবি)	৮	১টি করে পদ রচনা করেন। লাড়িডোষী
সরহ পা	৪	পা'র নাম পাওয়া
কুকুরী পা (মহিলা কবি)	৩	গেলেও তাঁর কোন
লুই পা, শবর পা, শান্তি পা	২	পদ পাওয়া যায়নি।

প্র. চর্যাপদের প্রবাদ বাক্য কয়টি ও কী কী?

উ. ৬টি। যথা:

✓ অপণা মাংসে হরিণা বৈরী (৬নং পদ- ভুসুকুপা)।

অর্থ: হরিণের মাংসই তার জন্য শত্রু।

✓ হাথে রে কাঙ্ক্ষাণ মা লোউ দাপণ (৩২নং পদ- সরহপা)।

অর্থ: হাতের কাঁকন দেখার জন্য দর্পণ প্রয়োজন হয় না।

✓ হাড়ীত ভাত নাহি নিতি আবেসী (৩৩নং পদ- ঢেঙণপা)।

অর্থ: হাড়িতে ভাত নেই, অথচ প্রতিদিন প্রেমিকরা এসে ভীড় করে।

✓ দুহিল দুধু কি বেটে ঘামায় (৩৩নং পদ- ঢেঙণপা)।

অর্থ: দোহন করা দুধ কি বাটে প্রবেশ করানো যায়?

✓ বর সুণ গোহালী কিমে দুট্ট বলন্দে (৩৯নং পদ- সরহপা)।

অর্থ: দুট্ট গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভাল।

✓ অণ চাহন্তে আণ বিণঠা (৪৪নং পদ- কঙ্কণপা)।

অর্থ: অন্য চাহিতে, অন্য বিনষ্ট।

প্র. প্রাচীনতম ও আধুনিকতম চর্যাকার কে?

উ. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে, প্রাচীনতম শবর পা (৬৮০-৭৬০ খ্রিষ্টাব্দ) এবং আধুনিকতম ভুসুকুপা। শবরপা, ভুসুকুপা ও লুইপা বাঙালি কবি হিসেবে পরিচিত।

প্র. কাহুপার পরিচয় দাও। [১৩/১০তম বিসিএস লিখিত]

উ. চর্যাপদের সবচেয়ে বেশি পদের রচয়িতা কাহুপা। তিনি ১৩টি পদ রচনা করেন। কাহুপা সহজিয়া তান্ত্রিক বৌদ্ধযোগী। তিনি ধর্মশাস্ত্র ও সংগীত শাস্ত্র উভয় বিষয়েই দক্ষ ছিলেন। তাঁর পদগুলোতে নিপুণ কবিত্বশক্তি প্রকাশের পাশাপাশি তৎকালীন সমাজচিত্র উপস্থাপিত হয়েছে।

প্র. চর্যাপদের ভাষা কোনটি?

উ. মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে, সন্ধ্যা বা সাক্ষ্য ভাষা বা আলো-আঁধারির ভাষা।

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে, এর ভাষার নাম 'বঙ্গকামরূপী'। এটি মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত।

প্র. সন্ধ্যা ভাষা কী? এ ভাষায় রচিত সাহিত্য সম্পর্কে লিখুন।

[৩৬তম ও ৩২তম বিসিএস লিখিত]

উ. যে ভাষা সুনির্দিষ্ট রূপ পায় নি, যে ভাষার অর্থ একাধিক অর্থাৎ আলো-আঁধারের মতো, সে ভাষাকে পণ্ডিতগণ সন্ধ্যা বা সাক্ষ্য ভাষা বলেছেন। বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগের একমাত্র নিদর্শন 'চর্যাপীতি' বা 'চর্যাপদ' এ ভাষায় রচিত। 'চর্যাপীতি' বা 'চর্যাপদ' গানের সংকলন বা সাধন সংগীত যা বৌদ্ধ সহজিয়াগণ রচনা করেন। সন্ধ্যা ভাষা সম্পর্কে চর্যাপদের আবিষ্কারক মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেন, 'আলো-আঁধারির ভাষা, কতক আলো, কতক অন্ধকার, খানিক বুঝা যায়, খানিক বুঝা যায় না'।

প্র. চর্যাপদের ভাষা নিয়ে কে আলোচনা করেন?

উ. ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় *Origin and Development of the Bengali Language (ODBL)* (১৯২৬) গ্রন্থে।

প্র. চর্যাপদের ধর্মমত নিয়ে কে আলোচনা করেন?

উ. ১৯২৭ সালে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ 'Buddhist Mystic Songs' গ্রন্থে।

প্র. চর্যাপদের ধর্মমত সম্পর্কে ধারণা দিন। [২৯তম বিসিএস লিখিত]

উ. বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগের একমাত্র নিদর্শন চর্যাপীতি বা চর্যাপদ। চর্যাপীতি বা চর্যাপদ গানের/কবিতার সংকলন বা

সাধন সংগীত যা বৌদ্ধ সহজিয়াগণ রচনা করেন। এতে বিধৃত হয়েছে বৌদ্ধ ধর্মের তত্ত্বকথা। এগুলো মূলত মহাজ্ঞান ধর্মশাখার অন্তর্গত সহজ্যান ধর্মশাখার সাধনসংগীত। বৌদ্ধ ধর্মের মহাযান শাখা কালক্রমে যেসব উপশাখায় বিভক্ত হয়েছিল তারই বজ্রযানের সাধনপ্রণালী ও তত্ত্ব চর্যাপদে বিধৃত। 'মহাসুখরূপ নির্বাণ লাভ' হলো চর্যার প্রধান তত্ত্ব। এ সম্পর্কে চর্যাকার ভুসুকুপা বলেছেন, 'সহজানন্দ মহাসুহ লীলে'। চর্যাপদ বৌদ্ধধর্মের মূলগত ভাবনার অনুসারী হলেও এখানে প্রাধান্য লাভ করেছে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম।

প্র. চর্যাপদের ভাষা সম্পর্কিত বিতর্কের ব্যাখ্যা দাও। [৩৪/২৮তম বর্ষসিএস লিখিত]

উ. বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগের একমাত্র নিদর্শন 'চর্য্যচর্য্যবিনিস্কয়' বা 'চর্য্যগীতিকোষ' বা 'চর্য্যগীতি' বা 'চর্য্যপদ'। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ১৯০৭ সালে নেপালের রাজদরবার (রয়েল লাইব্রেরি) থেকে এটি আবিষ্কার করেন। শাস্ত্রীর সম্পাদনায় ১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দে (১৩২৩ বঙ্গাব্দ) কলকাতার 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ' থেকে 'চর্য্যচর্য্যবিনিস্কয়', 'ভাকার্ব' ও 'সরহপাদের দোহা' ও 'কৃষ্ণপাদের দোহা' গ্রন্থের সম্মিলন 'হাজার বছরের পুরাণ বাংলা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা' নামে প্রকাশিত হয়।

এটি প্রকাশিত হওয়ার পর থেকেই বিতর্ক শুরু হয় এর ভাষা নিয়ে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 'চর্য্যপদ' গ্রন্থটিকে সম্পূর্ণ প্রাচীন বাংলার নিদর্শন বলে দাবি করেন। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের আবিষ্কারক বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্ভূত তাঁর এ দাবিকে সমর্থন করেন।

১৯২০ সালে বিজয়চন্দ্র মজুমদার *History of the Bengali Language* গ্রন্থে চর্য্যগীতির ভাষাকে প্রাচীন বাংলা বলতে অস্বীকার করেন। এছাড়াও হিন্দি, অসমিয়া, উড়িয়া প্রভৃতি ভাষাবিদরা নিজ নিজ ভাষার আদি নিদর্শন বলে দাবি করেন।

১৯২৬ সালে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় *Origin and Development of the Bengali Language (ODBL)* (১৯২৬) গ্রন্থে চর্য্যগান ও দোহাগুলির ধ্বনিতত্ত্ব, ব্যাকরণ ও ছন্দ এবং চর্য্যার কবিদের নাম, পদ্মা নদীর নামের উল্লেখ (ভুসুকুপার ৪৯ নং পদে 'পউয়া ঝাল') বিশ্লেষণ করে এর ভাষাকে প্রাচীন বাংলার আদি নিদর্শন হিসেবে গ্রহণ করেন।

১৯২৭ সালে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ প্যারিস থেকে প্রকাশিত '*Les Chants Mystique de Saraha et de Kanha*' গ্রন্থে সুনীতিকুমারের মতকে সমর্থন করেন। তাঁর মতে, এর ভাষার নাম বঙ্গকামরূপী।

তারপরও সার্বিক দিক বিবেচনা করে আমরা বলতে পারি যে, এটি সন্ধ্যা বা সন্ধ্যা ভাষা বা আলো-আঁধারির ভাষায় এবং মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত।

প্র. নবচর্য্যাপদ কী?

উ. 'নবচর্য্যাপদ' চর্য্যাপদের অনুরূপ রচনা। শশীভূষণ দাশগুপ্ত ১৯৬৩ সালে নেপাল ও তরাইভূমি থেকে ২৫০টি পদ আবিষ্কার ও সংগ্রহ করেন। এর মধ্যে ১০০টি পদ তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করলেও তাঁর আকস্মিক মৃত্যুর কারণে তা আর সম্ভব হয়ে ওঠেনি। পরবর্তীতে ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৮৮ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'নবচর্য্যাপদ' নামে সেগুলোর মধ্য থেকে ৯৮টি পদ সংকলন করে প্রকাশ করেন। এ পদগুলোর রচনাকাল বারো থেকে ষোলো শতকের মধ্যে বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

প্র. নতুন চর্য্যাপদ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা কর।

উ. বাংলা ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে গবেষণা নিরন্তর চলমান। প্রাচীন যুগের একমাত্র সাহিত্যিক নিদর্শন চর্য্যাপদ প্রকাশের ১০০ বছর পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ও ফোকলোর বিশেষজ্ঞ ড. সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ চর্য্যাপদ গবেষণায় নতুন মাত্রা যোগ করেন। তাঁর সংকলিত ও সম্পাদিত চর্য্যাপদের নাম 'নতুন চর্য্যাপদ'। নতুন চর্য্যাপদ মূলত বজ্রযানী দেবদেবীর আরাধনার গীত। এর পদগুলোতে তান্ত্রিক নানা দেবদেবীর রূপসৌন্দর্য, মুখ ও বাহুর বর্ণনা, তাঁদের আসন, মুদ্রা ও দেহভঙ্গি, তাঁদের আভরণ ও আয়ুধ ইত্যাদি সম্পর্কিত তথ্য ও বর্ণনা প্রদান করা হয়েছে। এটি ২০১৭ সালে বাংলা একাডেমি বইমেলায় প্রকাশিত হয় এবং উৎসর্গ করা হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের এমিরেটাস অধ্যাপক আনিসুজ্জামানকে। ২০০৮ সালে ড. শাহেদ কাঠমুন্ডু ও আশেপাশের বিভিন্ন বজ্রযানী মন্দিরে পুঁথি সংগ্রহ করতে গিয়ে রত্নকাজী বজ্রাচার্যের নিকট থেকে নতুন চর্য্যাপদের দুটি সংকলিত পুস্তক সংগ্রহ করেন। এ পুস্তক দুটির পদগুলো ছিলো নেওয়ারিমিশ্রিত দেবনাগরী অক্ষরে মুদ্রিত। নতুন চর্য্যাপদে যেসব পদ সংকলিত হয়েছে সেগুলোর রচনাকাল অষ্টম থেকে বিশ শতক পর্যন্ত। সুতরাং নতুন এই চর্য্যাপদ প্রমাণ করে যে, চর্য্যাপদ কেবল প্রাচীন সাহিত্যেরই নিদর্শন নয়, মধ্যযুগেও এগুলোর রচনা অব্যাহত ছিল। এমনকি বিশ শতকেও চর্য্যাপদ রচিত হয়েছে। সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ সংকলিত ও সম্পাদিত নতুন চর্য্যাপদে ৩৩৫টি পদ সংকলিত হয়েছে। এছাড়া পরিশিষ্ট অংশে রাহুল সাংকৃত্যায়ন সংগৃহীত ২০টি, শশীভূষণ দাশগুপ্ত সংগৃহীত ২১টি এবং জগন্নাথ উপাধ্যায় সংগৃহীত ৩৭টি পদ সংকলিত হয়েছে। সে হিসেবে এ গ্রন্থে সংকলিত নতুন চর্য্যাপদের মোট সংখ্যা ৪১৩টি। নতুন চর্য্যাপদের ভূমিকা অংশটি চার ভাগে বিভক্ত। প্রথম অংশ → 'নতুন চর্য্যার সংগ্রহ ও চর্য্যাকার পরিচয়।' দ্বিতীয় অংশ → 'নতুন চর্য্যায় বজ্রযানী দেবদেবী।' তৃতীয় অংশ → 'নতুন চর্য্যার আঙ্গিক, ভাষা ও ভূগোল।' চতুর্থ অংশ → 'চর্য্যাপদ ও নতুন চর্য্য।'

বিগত পরীক্ষায় আসা প্রশ্নসমূহ

১. বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রাচীন নিদর্শন কোনটি? [কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের বিভিন্ন পদ: ২১ / আইইআর এর উপজেলা প্রোগ্রাম কোঅর্ডিনেটর: ২০]
 ক মহাভারত খ চর্যাপদ
 গ রামায়ণ ঘ জঙ্গনামা উ. খ
২. বাংলা সাহিত্যের আদি গ্রন্থ / আদি নিদর্শন কোনটি? [সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক: ১৯ / বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা: ১৯]
 ক শ্রীকৃষ্ণবিজয় খ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন
 গ শূন্যপুরাণ ঘ চর্যাপদ উ. ঘ
৩. প্রাচীন যুগের বাংলাভাষার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন কী? [সহকারী উপজেলা / থানা শিক্ষা অফিসার: ১৬]
 ক লায়লী-মজনু খ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন
 গ চর্যাপদ ঘ পদ্মাবতী উ. গ
৪. চর্যাপদের অধ্যাত্মভাবনা ও সাহিত্যিক উৎকর্ষের সর্বোত্তম সমন্বয় ঘটেছে যার মাধ্যমে- [সমবিত ৭ ব্যাংকের সিনিয়র অফিসার: ২১]
 ক সমাজচিত্র খ জীবনভাবনা
 গ ভাষা ঘ কাব্যিকতা উ. ক
৫. চর্যাপদ হলো মূলত / চর্যাপদ এক প্রকার- [বিআরডিবি'র উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা: ১২ / জাতীয় সমন্বয় পরিদপ্তরের সমন্বয় অফিসার: ১০]
 ক গানের সংকলন খ কবিতার সংকলন
 গ প্রবন্ধের সংকলন ঘ কোনোটিই নয় উ. ক
৬. 'চর্য্যচর্য্যবিনিশ্চয়'- এর অর্থ কী? [৩৭তম বিসিএস]
 ক কোনটি আচার্যের, আর কোনটি নয়
 খ কোনটি আচরণীয়, আর কোনটি নয়
 গ কোনটি চরাচরের, আর কোনটি নয়
 ঘ কোনটি চর্যাগান, আর কোনটি নয় উ. খ
৭. 'চর্যাপদ' কোন ধর্মাবলম্বীদের সাহিত্য? [পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের সহকারী পরিচালক: ১৩ / সহকারী সুপারিনটেনডেন্ট (জরিপ অধিদপ্তর): ০৫]
 ক সনাতন হিন্দু খ সহজিয়া বৌদ্ধ
 গ জৈন ঘ হরিজন উ. খ
৮. কোন রাজবংশের আমলে চর্যাপদ রচনা শুরু হয়? [উপজেলা পোস্টমাস্টার: ১০]
 ক পাল খ সেন
 গ মোগল ঘ তুর্কি উ. ক
৯. চর্যাপদ আবিষ্কৃত হয় কোথা থেকে? [৪৩/২৮তম বিসিএস]
 ক আরাবাকান রাজ্যস্থাগার থেকে
 খ বাঁকুড়ার এক গৃহস্থের গোয়ালঘর থেকে
 গ নেপালের রাজহুশালা থেকে
 ঘ সুদূর চীন দেশ থেকে উ. গ
১০. 'চর্যাপদ' কোথা থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে / পাওয়া যায়? [সাব-রেজিস্ট্রার: ১৬ / পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের সহকারী পরিকল্পনা কর্মকর্তা: ১২]
 ক তিব্বত খ বাংলাদেশ
 গ নেপাল ঘ চীন উ. গ
১১. বাংলা ভাষার আদি নিদর্শন 'চর্যাপদ' আবিষ্কৃত হয় কত সালে? [৩৪/৩০ তম বিসিএস]

- ক ২০০৭ সালে খ ১৯০৭ সালে
 গ ১৯১৬ সালে ঘ ১৯০৯ সালে উ. খ
১২. বাংলা ভাষার প্রথমকাব্য সংকলন চর্যাপদ এর আবিষ্কারক?
 [১৭তম বিসিএস / জনতা ব্যাংকের সিনিয়র অফিসার (টেলিটাইল): ২০]
 ক ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ খ ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
 গ ড. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ঘ ড. সুকুমার সেন উ. গ
১৩. 'চর্যাপদ' প্রথম কোথা থেকে প্রকাশিত হয়? [সমাজসেবা অধিদপ্তরের প্রবেশন অফিসার: ১৩]
 ক বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ খ এশিয়াটিক সোসাইটি
 গ শ্রীরামপুর মিশন ঘ ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ উ. ক
১৪. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত 'চর্যাপদ' কে সম্পাদনা করেন? [৭ম বিজেএস (সহকারী জজ) প্রাথমিক পরীক্ষা: ১২]
 ক ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ খ শ্রী হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
 গ ড. দীনেশচন্দ্র সেন ঘ শ্রী হরলাল রায় উ. খ
১৫. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 'চর্যাপদ' যে গ্রন্থে প্রকাশ করেছিলেন তার নাম হল- [সমাজসেবা অধিদপ্তরের সমাজ সংগঠক: ০৫]
 ক চর্যাপদাবলি
 খ হাজার বছরের পুরাণ বাঙালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা
 গ চর্য্যচর্য্যবিনিশ্চয় ঘ চর্যাগীতিকা উ. খ
১৬. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী পুঁথি সাহিত্য সংগ্রহের জন্য গিয়েছিলেন- [১ম পরিদপ্তরের জনসংখ্যা ও পরিবারকল্যাণ কর্মকর্তা: ০৯]
 ক তিব্বত, নেপাল খ ভুটান, সিকিম
 গ কাশী, বেনারস ঘ বোম্বে, জয়পুর উ. ক
১৭. বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগের নিদর্শন কোনটি? [৩৫তম বিসিএস]
 ক নিরঞ্জনর কুম্ভা খ দোহাকোষ
 গ গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস ঘ ময়নামতীর গান উ. খ
১৮. 'চর্যাপদ' রচনাটি বাংলা সাহিত্যের কোন যুগের কাব্য নিদর্শন? [তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কো. লি. ডেপুটি অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার: ১১]
 ক আদিযুগ খ মধ্যযুগ
 গ আধুনিক যুগ ঘ অতি আধুনিক যুগ উ. ক
১৯. কোন সাহিত্যিকের সাহিত্যভাষার প্রয়োগ আছে? [৪২তম বিসিএস / বাংলাদেশ টেলিভিশন এর প্রযোজক: ০৬]
 ক চর্যাপদ খ গীতগোবিন্দ
 গ পদাবলি ঘ চৈতন্যজীবনী উ. ক
২০. বাংলা সাহিত্যের আদিগ্রন্থ 'চর্যাপদ' এর রচনাকাল- [সরকারি মন্ত্রণালয়ের অধীন কারা তত্ত্বাবধায়ক: ১০]
 ক সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতক
 খ অষ্টম থেকে চতুর্দশ শতক
 গ নবম থেকে চতুর্দশ শতক
 ঘ দশম থেকে চতুর্দশ শতক উ. ক
২১. চর্যাপদ কোন ছন্দে লেখা? [৩৩ তম বিসিএস]
 ক অক্ষরবৃত্ত খ মাত্রাবৃত্ত
 গ স্বরবৃত্ত ঘ অমিত্রাক্ষর ছন্দ উ. খ